সংবাদ
তারিখ 05 ... 1989
কলাম 4/3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

যে প্রশ্নের উত্তর মেলে না

আনিরুদ্ধ

গত জানুয়ারী মাসে সরিষাবাড়ী থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠিটি লিখেছে একজন ছাত্র। ১৯৮৮ সালে বিএ পরীক্ষা দিয়েছে সরিষাবাড়ী কেন্দ্র থেকে। সে একজন দিনমজুরের ছেলে। বিত্ত নয়, অধ্যবসায় নেশা সম্বল করে পড়াশুনা করেছে। কোন গৃহ শিক্ষক ছিল না। স্বাবার সাধ্য নেই। পঞ্চম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণীতে সে বৃত্তি পেয়েছে। ছাত্রটির নাম মনোয়ার হোসেন। সরকার থেকে বৃত্তি পেয়েছে পঞ্চমটী পর্যন্ত। তা না হলে একজন দিনমজুরের ছেলে হিসেবে তার পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উঁচু সিঁড়িতে পা রাখা সম্ভব হত না।

কিন্তু ওই সিঁড়ি পর্যন্ত। তারপর আর এগোতে পারেনি। না, তাকে এগোতে দেওয়া হয়নি। কাকে দোষ দিবেন। আমাদের আলোকপ্রাপ্ত বন্ধুরা বলবেন, ওই যে বললিলাম, সমাজ আছে, শ্রেণী আছে, শ্রেণী বা সমাজ তাকে আটকায়নি। আটকিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি নির্দয় অবিবেচক সিদ্ধান্ত। বিএ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া তার হল না। সরিষাবাড়ী ও ধনবাড়ী পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও বাতিল করেছেন। কারণ ওখানে নকলবাজ কয়েকজন ছাত্রদের হাঁতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকরা নাজেহাল হয়েছেন। সুতরাং তারা এসে পাইকারী জরিমানা করবেন, কেন্দ্র দুটো এবং গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করে।

তার চিঠিতে অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনার বর্ণনায় তার কথা সত্য বলে ধরে নিতে আমার দ্বিধা নেই। সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বা কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি বলুন। ছেলেটি লিখেছে: "আমাদের ইসলামী ইতিহাস তৃতীয় পত্রের পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তের জনের টিম গিয়ে পরীক্ষা তদারকি করেন। তারপর ইসলামী শিক্ষা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যারেরা আসেন। দুই ঘন্টা পর বাইরে গণ্ডগোল শুনলাম। পরীক্ষা শেষে শুনলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্যারকে কে বা কারা নাজেহাল করে। পরের দিন পরীক্ষা দিলাম এবং পরীক্ষা শেষ করার আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।"

তারপর ছেলেটি আরও লিখেছে: ২৫-১২-৮৮ তারিখের সংবাদ পত্রিকায় দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবাধ নকলের অভিযোগে সরিষাবাড়ী ও ধনবাড়ী পরীক্ষা কেন্দ্র ও গৃহীত সকল পরীক্ষা বাতিল করেছেন।

এরপর ছাত্রটির অবস্থা কী হয়েছে, কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে সে কথায় পরে আসছি।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তার কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চালায়। পিছনে আছেন সম্মানিত শিক্ষকরা। ব্যাপারটা শিক্ষকদের। তারা কোন শ্রেণী ও সমাজের? হ্যাঁ, আমরা একই সমাজে বাস করি। কোন শ্রেণীর? সবাবে সন্তুষ্ট নই। কারণ আমাদের বহু শিক্ষক নিজেদের শ্রেণীচ্যুত মনে করেন। তারা নোট ঘষে লিখে, পাঠ্যপুস্তক লিখে যে বহুবেশী অর্থ উপার্জন করেছেন এবং সেই অনুপাতে ক্লাসে পড়ার ব্যাপারটা করেছে, তাতেও শ্রেণীচ্যুতির ধারাটা নিয়ে সন্দেহ জাগে। শ্রেণীকে হাতিয়ার করে তারা সব জায়েজ করে নিয়েছেন। সবার কথা বলছি না।

১৯৭৯ সালে একটি টিভি অনুষ্ঠানে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি নিয়ে জনৈক ছাত্র চিঠি দেয়। তার নামটি প্রকাশিত হয় পত্র লেখক হিসাবে 'সংবাদ'এ চিঠিপত্র কলামে। সে ভাবেনি এই চিঠিটি তার পক্ষে ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যখন বুঝতে পারলো তখন আবার এক চিঠি লিখে সে ক্ষমাপ্রার্থনা মিনতি করল, যেন বলে দেওয়া হয় চিঠিটি অমুক নামেই ছাত্র লেখেনি। না, কারণ কি, স্যার তার সাবজেক্টে আবাকে নম্বর দেবেন না। কিন্তু এটা তখন আর সম্ভব ছিল না। এইকম আরও কয়েকটি ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে। যে সব শিক্ষক শ্রেণী বোঝে না, সমাজ নিয়ে শ্রেণী বিশারদদের মত মাথা ঘামান না। তাদের মধ্যেও অনেকে এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব করেন। কিন্তু কখনও শ্রেণীর ঘাড়ে দোষ চাপান না। কখনও বলেন না 'আমি তো এই সমাজের প্রোডাক্ট' ভাল ধর কি করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন তো এই সমাজের প্রোডাক্ট। তারা কী করে ভাল হলেন। শ্রেণীসচেতন বন্ধুদের নাসিকা কুঞ্চিত হয় এরা তো বৃটিশের সহযোগী। কী বিরাট তালিকা আছে এদের অপরাধের। এরা ইংরাজী শিক্ষার সুপারিশ করেছেন। বৃটিশের সহযোগিতা করেছেন। আরও নানান বিষয়ে তাদের সম্পর্কে অভিযোগ আছে। যেমন গরীবদের শিক্ষা দিতে বিদ্যাসাগর গররাজি ছিলেন। এনিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখে বলেছেন। রাজা রামমোহন রায় 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেছেন। মধ্যযুগীয় রাজরাজড়ার জন্য অর্থাৎ মোগল বাদশাহের হয়ে বৃটিশের সিরুট সুপারিশ করেছেন। তারপর তত্ত্ব জ্ঞানের ধুনী আলিয়ে এদের মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তাদের মানবতার দিকটি উপেক্ষা করেছেন শ্রেণীতত্ত্বের কথা শুনিয়ে। এই বৃটিশদের সংস্পর্শে এসে তারা উত্তম জিনিসটি গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজকের শ্রেণীচ্যুত অধ্যাপক নীরব থাকেন যখন দেখেন কয়েকজন বা হোক না, সংখ্যায় আরও কিছু বেশী, তাদের অপরাধের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাইকারী শাস্তি দিতে একটুই দ্বিধা করে না। বৃটিশ শাসকরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাইকারী শাস্তির ব্যবস্থা করত। পাইকারী জরিমানা, [illegible] বাতিল [illegible] সরিষাবাড়ী ও ধনবাড়ী কেন্দ্রে ছাত্ররা নকল করেছে। কিন্তু সবাই করেনি। শিক্ষকদের ভূমিকা কী ছিল সে প্রশ্ন থাক। যারা নকল করেনি এ ধরনের ছাত্ররা কেন বঞ্চিত হবে। কেন তাদের পরীক্ষা বাতিল হবে। এই গরীব দেশে শিক্ষাকে বিশেষভাবে উচ্চ শিক্ষা সংকোচন চলছে। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গরীব মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথ চিরতরে বন্ধ করে দিল। আর এই সিদ্ধান্তে পাইকারী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশের নিকট থেকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা যদি তাদের একটি কুকর্ম অনুসরণের মানসিকতা নিয়ে চলেন, তা সমগ্র সমাজকে বিচলিত করে, ব্যথিত করে।

সরিষাবাড়ী ও ধনবাড়ী কেন্দ্রে সকল পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তদারকি করতে শিক্ষকরা গিয়েছেন। তার কারণ স্পষ্ট। সেখানে নকল চলছিল। নকলকারী ছাত্রদের তারা চিহ্নিত করতে পারেননি এমন নয়। যারা তাদের উপর হামলা চালিয়েছে এবং পিছনে যে সংঘবদ্ধ শক্তি কাজ করেছে, তা সনাক্ত করা খুব কঠিন ছিল না। তবু তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম কয়েকশ' ছাত্রের মধ্য থেকে সব ছাত্রদের কী করে বাছাই করা হবে। কীভাবে তাদের নির্বাচন করা হবে অবাস্তবভাবে। কাজটা কঠিন। শিক্ষাব্রতীকে কখনও কখনও সেই কঠিন পথ নিতে হয়। আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠার এটাই পথ। ছাত্রদের কল্যাণের জন্য, শিক্ষার জন্য আজকের শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে শুধু বক্তৃতা বা বিবৃতি দিয়ে কর্তব্য সমাধা করলে চলবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের মনে কী এই সিদ্ধান্ত তনে প্রশ্ন জেগেছিল যে, এই সিদ্ধান্ত বহু সৎ এবং মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাজীবনে ইতি টেনে দিতে পারে।

মনোয়ার হোসেন নামে ছাত্রটির মানসিক অবস্থার কথাটা এখন বলতে চাই। সে লিখেছে "স্থানীয় লাইব্রেরীতে পত্রিকা পড়তেছিলাম সন্ধ্যায়। কখন অজ্ঞান হয়েছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলাম বাজারের অনেক লোক ভিড় করেছে লাইব্রেরীতে। মনে অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা নিয়ে বাড়ী ফিরি গভীর রাতে। আম্মাকে এখনও জানাইনি। আম্মা সহ্য করতে পারবেন না।"

ছেলেটির বাবা মারা গেছেন ক্যান্সারে অকালে। ভাইবোনদের নিয়ে অধীহারে মনোয়ার হোসেনের সংসার চলছে। ছেলেটি এসএসসিতে প্রথম বিভাগ পেয়েছিল। এইচএসসিতেও প্রথম বিভাগ পায়। কোন গৃহশিক্ষকের নিকট পড়াশুনার সুযোগ পায়নি। [illegible] লাভের [illegible] দিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল [illegible] বিধান অবাধ্যতাই করে তুলে তাকে মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? কার কাছে করবে? যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা যদি এতটা ভাবনা-চিন্তা করতেন, তাহলে অনেক ট্রাজেডী এড়ানো যেত।

দেখে অবাক হতে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনামধারীদের অন্যায়ের-অপকর্মের সীমা নেই। এই তো সেদিন ছাত্রীরা লাঞ্ছিত হল। কাউকে তো চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সে চেষ্টাও হয়নি। ধিক্কার উঠেছে আকাশচুম্বী হয়ে। এ ধরনের অপকর্মের হোতারা অর্থের জোরে, দলীয় রাজনীতির দৌলতে একদিন হয়তো দেশের কাণ্ডারীদের মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে। মনোয়ার হোসেনদের আর্তনাদ আকাশে মিলিয়ে যাবে।

আমাদের মধ্যে যারা তত্ত্বজ্ঞানী তারা সমাজ বুঝবেন, শ্রেণী বুঝবেন। মানুষ বোঝার কাজটিকেই বাকী রাখবেন। কোন পাইকারী দণ্ড বিধান যে অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে এই সাধারণ জ্ঞানটুকু যদি উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানও বিচার-বিবেচনা করে না দেখে তবে বুদ্ধিবৃত্তির দেউলে হয়ে যাওয়ার এতবড় ক্ষতি কোন যুগান্তের ধূলিঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তা জানি না।

মনোয়ার হোসেন চেয়েছিল তাকে যেন ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে কিছু বলি। সে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল জীবনের নিষ্করুণ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্তের মত। কিন্তু সে জানে না, আমি তার স্তরের একজন লোক। কোন কর্মকর্তা নই। তার দুঃখ মোচনের কোন পথ আমার জানা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলবেন যে, পথ ছিল না। নকল এমন দেদার হয়েছে, শক্তির প্রকাশ এমন নগ্ন হয়েছে যে, তারা ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেননি। তারা উচ্ছৃঙ্খল প্রজন্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করেছেন ভাল, গৃহীত পরীক্ষার খাতাপত্র না দেখে বাতিল করার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সকল ছাত্রই নকল করেছে একথা বিশ্বাস করবে কে?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিতে গৃহীত পরীক্ষার খাতাপত্র না দেখে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন?

সেখানে এমন অবস্থা অন্ততঃ সৃষ্টি হয়নি যে, গোলযোগের জন্য পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। না, গৃহীত পরীক্ষা একেবারে বাতিল করা হয়েছে। সৎ ছাত্রদের তাদের পরীক্ষার ফল থেকে বঞ্চিত করার এই অধিকার গ্রহণ, প্রকৃতপক্ষে একজন নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। এ সত্যকে কোনমতেই চাপা দেয়া যাবে না। যে, পাইকারী বাতিল বিধান একটি [illegible]

[illegible] খুব কঠিন নয়, কারা নকল করেছে। কারা করেনি। নকলবাজ ছাত্রদের পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আমি পেল নিরপরাধ। এ কোন্ ধরনের বিচার? আর পাইকারী শাস্তির ব্যবস্থা, যে, বর্বরতা একথা বুঝিয়ে দিতে হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি সরিষাবাড়ী কেন্দ্রে লাঞ্ছিত না হতেন তাহলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতেন কিনা সন্দেহ। শিক্ষক ছুরিকাহত হয় নকল করতে গিয়ে। বাড়ী ফেরার পথে দল বেঁধে নকলবাজ ছাত্ররা বেদম শিক্ষককে পিটিয়েছে। প্রতিকার চেয়ে কোন ফল পাননি তারা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা গিয়েছেন, যখন তাদের গায়ে হাত পড়েছে তখন তারা সচেতন হয়েছেন। ভেবেছেন, আর বরদাস্ত করা ঠিক হবে না। এই মনোভাব, এই প্রতিক্রিয়া তাদের প্রশংসনীয়। কিন্তু পাপি কোথায় গড়াতে পারে সে চিন্তা তারা করেন না।

গরীব ছাত্রদের আলাদা কোন সংগঠন নেই। সমাজে তাদের প্রভাবনেই। পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে কারোর মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা নেই। সৎ আর মেধাবী ছাত্ররা আজও শিক্ষকদের সম্মান করে। দলবাজ ছাত্রনেতারা মত কোন উপাচার্যকে ধমকে তাদের সন্তান বন্ধুদের ছাড়িয়ে আনতে সঙ্গে থানায় নিয়ে যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এরা অন্যের ঝংকার তুলে স্বৈরশাসন নিপাতের কথা বলে না। তারা আবেদন জানাতেও ভয় পায়।

আমি ভেবে পাই না সরিষাবাড়ীর মনোয়ার হোসেন যে কথাগুলো আমাকে লিখেছে, তা লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের নিকট পাঠাতনি কেন। কিন্তু শিক্ষকদের জানা উচিত, তাদের মধ্যে কেউ বিদ্যাসাগরের মত সংবেদনশীল শিক্ষক আছেন-এ বিশ্বাস আজকের মনোয়ার হোসেন দের নেই। বদিও খবরের কাগজে দেখেন তারা কত অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন হরহামেশা।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের পাইকারী শাস্তিদানের রীতিকে, দুষ্টিভঙ্গিকে কোনমতেই সমর্থন করতে পারছি না। উপনিবেশিক মানসিকতাকে আপনারা উঠতে বসতে নিন্দা করেন। আপনাদের এধরনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, তার কবলমুক্ত আপনারা হতে পারেননি। তাহলে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ভাবতেন যে কজন ছাত্র সৎ, সংখ্যায় তারা যতই কম হোক, তাদের শাস্তি দানের অধিকার আপনাদের আছে কিনা। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করার ক্ষমতা আপনাদের কে দিয়েছে, এসব চিন্তা নিশ্চয়ই আপনাদের পীড়িত করত। বিবেকজর্জরিত [illegible] বিবেকের [illegible] বিবেকের [illegible] পারে না।

শিক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র